Top-Tonic টপ-টনিক

দুগ্ধদানকালীন সময়ে গবাদিপশুর শরীরের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী যেসব ভিটামিন এবং মিনারেল জরুরী টপটনিক হচ্ছে সেইসব ভিটামিন এবং মিনারেল এর কার্যকর একটি সংমিশ্রন।

উপাদানঃ

ভিটামিন এ ১২৫০০,০০০ আই. ইউ, ভিটামিন ডি৩ ২৫০০,০০০ আই. ইউ, ভিটামিন ই ১০,০০০ মি.গ্রা. ভিটামিন বি৩ ১৫০,০০০ মি.গ্রা. আয়রন ৫০,০০০ মি.গ্রা. আয়োডিন ৮০০ মি.গ্রা. কোবাল্ট ১০০ মি.গ্রা. কপার ১০,০০০ মি.গ্রা. ম্যাঙ্গানিজ ৫০,০০০ মি.গ্রা. জিঙ্ক ৫০,০০০ মি.গ্রা. সেলেনিয়াম ১০০ মি.গ্রা. সোডিয়াম ১৯৫,০০০ মি.গ্রা. ম্যাগনেসিয়াম ২৫০,০০০ মি.গ্রা. ক্যালসিয়াম ৭২০,০০০ মি.গ্রা. ফসফরাস ৫৪০, ০০০ মি.গ্রা. বি. এইচ. এ (বিউটাইলেটেড হাইড্রক্সি এনিসোল) সোডিয়াম বাই কার্বোনেট ৭৫,০০০ মি.গ্রা. ক্যালসিয়াম কিউ.এস.পি.

টপটনিক এর বিশেষত্বঃ

সাধারনত প্রতি ফোটা দুধে নিম্নোক্ত পরিমানে ভিটামিন এবং মিনারেল এর উপস্থিতি থাকে

কাজেই, দুগ্ধদানকালীন সময়ে গবাদি পশুর শরীরে ভিটামিন এবং মিনারেল এর (ম্যাক্রো এবং মাইক্রো মিনারেল) পর্যাপ্ত উপস্থিতি অত্যন্ত জরুরী। এই উপাদান গুলো দুধ উৎপাদনের পাশাপাশি শরীরের প্রয়োজন মেটায় এবং গবাদিপশুর বিভিন্ন মেটাবলিজমেও কো-এনজাইম এবং কো-ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে। কাজেই দুধের কাঙ্খিত উৎপাদন মাত্রা বজায় রাখতে এবং দুগ্ধদানকালীন সময়কে দীর্ঘস্থায়ী করতে টপটনিক ব্যবহার অত্যন্ত জরুরী । এতে গবাদিপশুর প্রয়োজনীয় সব রকমের ভিটামিন এবং মিনারেল এর উপস্থিতি সঠিক পরিমানে রয়েছে। ট্রায়ালে দেখা যায়, টপটনিক খাওয়ানোর ৩-৫ দিনের মধ্যে গবাদিপশুতে দুধের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমানে বৃদ্ধি পেয়েছে দৈনিক ২০ লিটার এবং ৩০ লিটার দুধ দেয় এমন দুই জাতের মধ্যে এই পরীক্ষা করা হয়েছিল, পরীক্ষালব্ধ তথ্য মোতাবেক, ২০ লিটার দুধ প্রদানকারী এবং ৩০ লিটার প্রদানকারী জাতে যথাক্রমে ২-৩ লিটার এবং ৩-৪ লিটার করে গড়ে প্রতিদিন দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

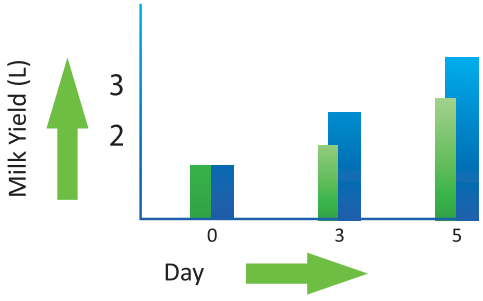

Fig 1: 20 Litre milk producing cow

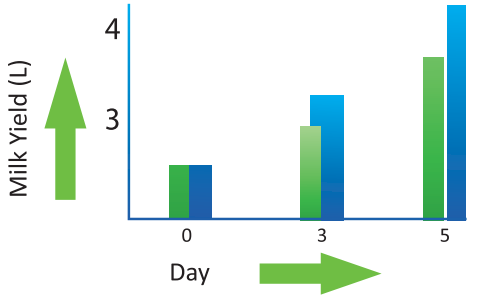

Fig 2 : 30 Litre milk producing cow

এক নজরে টপটনিকের কার্যকারিতাঃ

১. দুধের উৎপাদন ও গুনগতমান বৃদ্ধি
২. দুগ্ধদান কালীন সময়ে গবাদিপশুর সব রকমের পুষ্টির চাহিদা পূরণ
৩. গবাদিপশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি

মাত্রা ও প্রয়োগ বিধিঃ ৪০-৬০ গ্রাম প্রতিদিন খাবারের সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করতে হবে।

সরবরাহঃ ১ কেজি প্লাস্টিক ব্যাগ।